পরিশিষ্ট

প্রকাশিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ



'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত । ২০২০সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত ।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা) ২২ তম বর্ষ, ১২৫ সংখ্যা অক্টোবর,২০২০

সম্পাদক

ড. মদনমোহন বেরা সহসম্পাদক পায়েল দাস বেরা মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :

ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক। গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ। মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

> কে.কে. প্রকাশন গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

29.3	কুমুদরঞ্জন মল্লিকের প্রবন্ধে গ্রাম সমাজের রূপ ও রূপান্তর	
:: স্থ	গট কুমার পাল২২৫	
26.	নক্সী কাঁথার মাঠ' এবং 'রূপসী বাংলা' : বঙ্গ প্রকৃতির রূপের	
বিচি	ত্র আলেখ্য	
:: বা	পি দন্ত২৩০)
28.3	কমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'মতিলাল পাদরী' :	
ধর্মনি	বিশ্বাসের আড়ালে মানবিক চেতনা	
:: বে	বী পাত্র (সামন্ত)২৩৫	
00	সরলা দেবী চৌধুরাণী : উপনিবেশিক বঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলনের	
অন্য	তম উদ্গাতা	
:: চি	ন্ত সেন পরামানিক২৪৫	
٥٢.	'কথা'র মধ্যে 'বাদ'–এর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার	
:: f	প্রয়াঙ্কা মাইতি (দাস)২৫৬	D
৩২	রবীন্দ্রসঙ্গীত : ব্যক্তিগত থেকে নৈর্ব্যক্তিক অভিযাত্রা	
:: 3	সুকান্ত চক্রবর্তী২৬	٩
৩৩	কাশীদাসী মহাভারতে রাজনৈতিক ও মনোস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব	
:: (সৌমিতা মুখাৰ্জ্জী২৭	8
ଏଃ .	'উদ্যোগ পর্ব' : এক বিশেষ সময়ের ইতিবৃত্তে ওঁরাও জীবন	
:: (বৈশাখী কুণ্ডু২৮২	٢
৩৫	রবীন্দ্র ছোটোগন্ধে প্রতিবাদী নারী	
:: `	তাহামিজা খাতুন২৮	٩
৩৬	''দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?' রবীন্দ্রনাথ	
:: 1	ড. অরুণ সরকার২৯৪	3
৩৭	বাংলা মঙ্গলকাব্যে অস্তিত্বের সংকট	
:: '	ড. শান্তনু ভট্টাচার্য৩০	0
06	.বাংলা থিয়েটারে নারী : উনিশ শতক	
:: 1	ড. বিপুলকুমার মগুল৩১৪	(
60	.পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ	
ः: ष	চ. অর্চনা দণ্ডপাঠ৩২৪	3
80	প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস	
:: T	ত.সুৱতকুমার দে৩৩	00
85	এমন দিন কবে হবে তারা : প্রসঙ্গ 'বীরাঙ্গনা কাব্য'র তারা চরিত্র	
J :: U	ত শান্তন চট্টোপাধ্যায় ৩৪৩	9



.

'উদ্যোগ পর্ব':এক বিশেষ সময়ের ইতিবৃত্তে ওঁরাও জীবন _{বৈশাখী} কুণ্ডু

স্বাধীনতা-উত্তরকালে উত্তর চব্বিশ পরগণার (তখনও চব্বিশ পরগণা) ভাগচাযি ওঁরাও সমাজের প্রায় কুড়ি বছরের ইতিহাস সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'উদ্যোগ পর্ব'। ঔপন্যাসিক এর রচনাকাল সম্বন্ধে লিখছেন— ''আরও বলবার, 'দুই ঠিকানা' ও 'উদ্যোগ পর্ব' গত শতাব্দীর আশির দশকের গোড়ায় লেখা।"› ১৯৫০-এর মাজামাঝি সময় থেকে প্রাক্-নকশাল আন্দোলন পর্যন্ত পানশিলার ভাগচাযি গঙ্গা ওঁরাও তথা ওঁরাও জীবনের বাস্তব চেহারা, পরিবর্তন তথা ভাঙা-গড়াই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। উপন্যাসের সূচনায় দেখি পশ্চিমবঙ্গের বুকে তখনও ক্ষতের মতো লেগে রয়েছে দেশভাগ। দেশভাগজনিত ছিন্নমূলেরা এপার বাংলায় এসে বসতি গড়ছে বনে-বাদাড়ে, জলাভূমিতে। এই পরিস্থিতিতে বারাসত অঞ্চলের ওঁরাওদের পরিচয় দিলেন লেখক এ'ভাবে— "এই ভৌগোলিক পরিবেশে, অন্ধকার ছায়ায় জীবনের স্রোত বইতে ছ-সাতটি মৌজা অধিকারকরা জন বারো জমিদার এবং তাদের দাপটের তলে বেশ কিছু ঘর ওঁরাও চাষির।" কোনও এক বিস্থৃত সময়ে ছোটনাগপুর ছেড়ে এদের পূর্বপুরুষেরা চলে এসেছিল চব্বিশ পরগণার জলা-জঙ্গলে, তারপর জঙ্গল কেটে জমি বসবাস ও চাষের উপযোগী করে তুলেছিল। তওঁরাওদের বাসস্থান সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায় বলছেন— "রাঁচি জেলা ভারতবর্ষের াদিম জাতিসমূহের একটি প্রধান আবাসভূমি। ওঁরাও দ্রাবিড়জাতির অন্তর্ভুক্ত, সংখ্যায় ইহারা আদিম জাতিদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশিষ্টতায় ইহাদের স্থান মুণ্ডাদিগের পরেই।"° অন্যত্র বলছেন— "ঐতিহ্য মানতে হইলে ওঁরাওজাতির আদি নিবাস যে দাক্ষিণাত্যে ছিল এ কথাটি মানিয়া লইতে হয়। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদের সহিত ইহাদের জাতিগত এবং ভাষাগত অনেক সাদৃশ্যও আছে। ভাষাবিদগণের পরীক্ষার মাপকাঠিতেও দক্ষিণ ভারতের তামিল, উত্তরভারতের খোন্দ ও গোঁড়, বেলুচিস্তানের ব্রাহুই এবং ওঁরাওদের ভাষার ভিতরে যথেষ্ট ঐক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে।"⁸ শিকড়ের ইতিহাস যাই হোক না কেন পানশিলা গ্রামের ওঁরাওদের তিন-চার পুরুষের স্বদেশ এই পানশিলা। বাংলার জল-হাওয়ায় লালিত পানশিলার ওঁরাওদের কাছের শাল মহুয়ায় ঘেরা পিতৃপুরুষের দেশ এক বিস্তৃত অতীত। ১৯৫০ থেকে শুরু করে নকশাল আন্দোলনের গোড়ার সময়কাল পর্যন্ত উপন্যাসের বিস্তৃতিপর্বে উঠে এসেছে ওঁরাওদের জমিকেন্দ্রিক লড়াই ও দ্রুত আর্থ-

এবং মহুয়া - অক্টোবর, ২০২০।।। ২৮২

সামাজিক পরিবর্তন। ঔপন্যাসিক স্বীকার করে নিয়েছেন উপন্যাসের প্রাথমিক ভাবনায় সামাত্র নাম ছিল 'মাটি ও মানুষ'। পরে আরও গাঢ়তর ব্যঞ্জনায় নাম হয় 'উদ্যোগপর্ব'। ১৯৫০ নাশ হের সালের বছর চার আগে ঘটা তেভাগা আন্দোলনের উত্তাপ এসে পড়েছিল পানশিলা গালে। গ্রামেও। জমিদার ধীরেন ঘোষকে তিনভাগের আইনের হুমকি দেওয়ায় মরতে হয়েছিল রাওনের এরাওকে। মৃতদেহটা পরেরদিন পাওয়া গেছিল বিলের ধারে। এইভাবে উদ্ধতকে ^{৩ ২ শা} কড়া শাসন রেখে তেভাগার ভরা জোয়ারেও কোনও আধিয়ারকে মাথা তুলতে দেয়নি ঘোষেরা। দেশভাগের পর ওঁরাও ও কেওড়াপাড়ার কাছেই গড়ে উঠেছিল উদ্বাস্ত কলোনি। ছিন্নমূল উদ্বাস্ত অথচ শিক্ষিত ছেলে বিজয়ের ওঁরাও পাড়ায় স্থুল তৈরির প্রস্তাব ও উৎসাহই গঙ্গার শোষণ-বঞ্চনাময় নিস্তরঙ্গ অভ্যস্ত জীবনে বাঁক বদল ঘটায়। সংস্থারাচ্ছন্ন ওঁরাও সমাজের দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের মধ্যেই শেষপর্যন্ত গঙ্গা ওঁরাও-এর বাড়ির উঠোনে স্কুল বসে। জীবনের এই নতুনতের স্বাদের মধ্যেই এসে পড়ে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন ও তার প্রত্যাঘাত। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৫৩ সালে জমিদারি _{অধিগ্রহণ} আইন পাশ হয়। ওই আইনে বলা হয়, জমিদারের প্রজারা রাষ্ট্রের প্রজা বলে গণ্য হবে এবং জমিদাররা সবেচ্চি ২৫ একর কৃষিজমি ও ১৫ একর অকৃষিজমি _{রাখতে} পারবে। অতিরিক্ত জমির অধিকার ও খাজনা আদায়ের ক্ষমতা চলে যাবে সরকারের হাতে। ফলে, এইসময় জমি বিক্রি করে এককালীন টাকা ঘরে ঢোকাতে চেয়েছিল তৎকালীন অসৎ কিছু জমিদার। বাদল ওঁরাও-এর তিন পুরুষের বসবাসের জমি জমিদার বিক্রি করে দেয় ওপার বাংলা থেকে আগত ডাফ্টারকে। শুধু তাই নয়, বেনামে জমি রাখার বন্দোবস্ত শুরু হয়। এই বেনামে জমিব্যবস্থার দিকটি ঔপন্যাসিক তুলে ধরলেন এইভাবে— "জমিদারী প্রথা বিলোপ হয়ে গেছে সত্যি- অন্ততঃ আইনের চোখে- কিন্তু জমি বা ফসল হাত-পা গজিয়ে ভূমিহীন বা আঁধিয়ারদের ঘরে চলে যেতে পারে না। সেখানে যার লাঠি তার মাটি! লাঠিকে জিজ্ঞেস কর তুমি কার? উত্তর পাবে পয়সার। অন্ততঃ ঘোষপাড়ার কিছু পরিবার তাই মনে করে। তাছাড়া আইনের প্রতি তারা সশ্রদ্ধ। আইনের সবেচ্চি সীমা কত বেঁধে দিয়েছে ? নিকুঞ্জ বা ফণি ঘোষ তাতো লঙ্খন করে নি। এত জ্ঞমির মালিক কি তারা নিজে? মোটেই না। ছেলে আছে, মেয়ে-বউ-ঝি, গরু-ছাগল-বিড়াল, এমনকি অনাগত সন্তান ভ্রুণাবস্থায় থাকলেও বা কি- জগতের আলো তো দেখবে একদিন; তার নামেও জমির মালিকানা দেয়া আছে। সুতরাং ওঁরাওদের এ-অন্যায় ঔদ্ধত্যপূর্ণ সংগঠন বেআইনি।" ওধু বাদল ^{ওঁরাও}-এর তিন পুরুষের জমির স্বত্ব অন্যায়ভাবে অন্য কাউকে বিক্রি করে দেওয়া নয়, ওঁরাওরা জমি থেকে উদ্খাত হওয়ার যে আশঙ্কা করেছিল, একের পর কে এই ^{ধরনের} ঘটনায় সেই আশঙ্কা সত্যি হতে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষিদের স্বার্থে বর্গাদারী আইন চালু হয়েছিল বটে, কিন্তু ^{সরকা}রি ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রকৃত বর্গাদারদের নাম সরকারি খাতায় নথিভুক্ত হয় ^{না।} বদলে ভয় দেখিয়ে বা ছলনা করে ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষিদের উচ্ছেদ চলে। কৃষক

২৮৩ । । । এবং মহুয়া - অক্টোবর, ২০২০

ন্নার্থে বর্গাদারী আইনের প্রসঙ্গ তুললে বা অধিকারের দাবি জানালে গঙ্গা ওঁরাওদের বিশ বছরের চাযের অধিকার ছলনা করে কেড়ে নেয় ফণি ঘোষ। গঙ্গার বাবা অশিক্ষিত বদরু ওঁরাওকে দিয়ে ভূল বুঝিয়ে টিপ ছাপ করিয়ে নেয় ফণি ঘোষ, বিবৃতিটা এইরকম--- "আমি পানশিলা মৌজার বদরু ওঁরাও, পিতা পূর্ণ ওঁরাও, সুস্থ শরীর এবং সঠিক বুদ্ধিতে লিখিয়া দিতেছি যে নাটাগড় মৌজার শ্রীযুক্ত ফণি গোষ (পিতা হরমোহন ঘোষ)-এর জমিতে বর্গাদার হিসাবে আমার কোনো দাবি নাই। চাষের স্বতৃও ছাড়িয়া দিতেছি।" বর্গাদার উচ্ছেদের শিকার শুধু গঙ্গা ওঁরাও নয়, কেষ্টপুর মৌজায় প্রকৃত বর্গাদারদের নাম বাদ দেয় সরকারি লোকই, ঘুষের বিনিময়। বর্গাদারদের অধিকার রক্ষার সূত্র ধরেই গঙ্গা ওঁরাও-এর উত্থান, ওঁরাওদের নিয়ে কৃষক সমিতি গঠন ও কৃষিকেন্দ্রিক বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। স্বাধীনতা-উত্তরকালে পঞ্চাশ ও যাটের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে পানশিলার ওঁরাওদের আর্থ-সামাজিক জীবনে বহু অভিঘাত এসেছে। একদিকে জোতদারদের পক্ষে বিপক্ষে প্রশ্নে যেমন ওঁরাও সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, তেমনই আবার প্রতিবেশী কেওড়াপাড়ার দুলালের জমির অন্যায় দখলের বিরুদ্ধে গঙ্গারা একজোটে তাদের পাশে থেকেছে। রক্ষণশীলতা ও আনুগত্য এবং প্রকতিশীলতা ও প্রতিরোধের দ্বন্দ্বের মধ্যেই গোলকের গাড়ির ধাক্কায় ওঁরাও সমাজের প্রাচীনতম ব্যক্তিটির, একশ পাঁচ বছরের ভোলা ওঁরাও-এর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুতে দোষী গোলকের শাস্তি হয়না, শুধু ওঁরাও পাড়ার একটা যুগের অবসান হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন সংঘটিত হয়। বৃহত্তর রাজনৈতিক ডামাডোলে পানশিলার ওঁরাও সমাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতম পদক্ষেপ যে স্কুল তৈরি, তা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্যিকী পরিকল্পনায় শিল্পের ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় গড়ে ওঠে অসংখ্য ছোট বড় কারকানা। এই কারখানা নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই চাযের জমি ও জোতদারদের চাযে আগ্রহ-উভয়ই কমে আসে। বাতাসে ও মাটিতে শিল্পের উচ্ছিষ্টের বিষ ফলন কমিয়ে দেয়— "চাষ-যোগ্য জমির পরিমাণ কমে গেল, ক্ষেত্রসংলগ্ন লোকালয়-গঠনের ফলে গরু, ছাগল এবং মানুষের দৌরাষ্য্যে ফসল গোলায় ওঠার সুযোগ পায় না, ক্রমবর্ধমান কলকারখানার ধোঁয়া, গ্যাস এবং নানাপ্রকার রাসায়নিক তরল ক্ষেতে ঢুকে মাটির উর্বরা শক্তি কমিয়ে দিল। আগে যেখানে বিঘা প্রতি দশ মণ ধান ফলত, এখন দাঁড়িয়েছে চার পাঁচ মণে। ওঁরাওরা খানিকটা মাঠের জলে থাকলেই পা ফোলে, কুট্ কুট্ করে।" কৃষক ওঁরাওদের জীবনে, কৃষক থাকতে চাওয়া ওঁরাও জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটে। কৃষির এই দূরবস্থায় আরও দরিদ্র হয়ে যাওয়া পানশিলা ওঁরাওরা ধীরে ধীরে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়। রোজ নতুন করে একজন কৃষক শ্রমিক হয়ে যায়, অথচ রক্তে থেকে যায় জমির খিদে। এভাবে সন্তায় কৃষক থাকা মানুষণ্ডলো পেশায় শ্রমিক হয়ে আসা কৃষক-আধা শ্রমিক বনে যায়। এরই মধ্যে এসে পড়ে ১৯৫৯-এর ঐতিহাসিক খাদ্য

এবং মহুয়া – অক্টোবর, ২০২০।।। ২৮৪

আন্দোলন। কলকাতায় খাদ্য আন্দোলনের মিছিলে যোগ দিলে রাষ্ট্রের হাতে দুলালের মৃত্যু হয়। আসে ১৯৬২ সাল, ভারত-চীন যুদ্ধ। দেশান্মবোধক গানে খিদেকে ঘুম পাড়ানোই তকন প্রকৃত দেশপ্রেম, আত্মত্যাগের আহ্বানের প্রতিক্রিয়ায় ভাত চাওয়া, খেতে চাওয়া অন্যায় দেশদ্রোহিতা। তৎকালীন পরিস্থিতিকে লেখক তুলে ধরলেন এইভাবে— "প্রথম এই জাতীয় সংকটের কালে মালিকদের আহ্বানে শিল্পে শান্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। বলা হলো জরুরী অবস্থায় কোন ধর্মঘট, গেট মিটিং বা বিক্ষোভ চলবে না। উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে, তাই কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হলো, মজুরি বাড়ানো হল না; কারণ সরকারের হাত এখন শক্ত করা দরকার। প্রতিটি কলে কারখানার মুনাফার অঙ্ক বাড়তে লাগল। মুনাফার কিছু অংশ প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করতে হল। শ্রমিকদের দু-একদিনের মাইনে কোম্পানি কেটে রাখল সরকারকে দান করবে বলে। ছাঁটাই-নিবারণের অবিশ্যি কোন কড়াকড়ি আইন করা গেল না। ঘোপ ঘাপে ছাঁটাই চলতে লাগল।" প্রতিবাদী মুখদের রাখা হল না। গঙ্গাকে কারখানার কাজ থেকে বরখান্ড করা হল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপর্ত্তা সুনিশ্চিত করতে রষ্ট্রি গঙ্গা ওঁরাওকে গ্রেপ্তার করে। এইবছরই অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে শোধনবাদের প্রশ্নে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে যায়। দু'বছরের জেল জীবন, পার্টির ভাঙন, পানশিলা গ্রামের ওঁরাওদের দরিদ্রতর অবস্থা ও পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা গঙ্গার জীবনকে যন্ত্রণা এবং আত্মজিজ্ঞাসায় পূর্ণ করে। ওঁরাওদের কল্যাণ কামনা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় স্কুল তৈরি দিয়ে গঙ্গা ওঁরাও-এর যে রাজনৈতিক পথ চলা শুরু হয়েছিল, ওঁরাও জীবনের ছন্নছাড়া অবস্থা সেই পথ ও বিশ্বাসও সে আর ধরে রাখতে পারেনা। গঙ্গার এই মানসিক সংকটের সময়কালেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশজুড়ে এসে পড়ে '৬৬-এর খাদ্য আন্দোলন ও '৬৭-র নকশাল আন্দোলন। এরই মধ্যে বামফ্রন্টের শরিকীতে প্রথম অ-কংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় ও মাত্র নয়মাসের আয়ু নিয়ে ভেঙে পড়ে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। '৬৭-র নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান গঙ্গা ওঁরাওদের জীবনে নতুন করে জমি ও ধানের স্বপ্নকে উজ্জীবিত করে। ওঁরাওদের কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকার ইতিহাস সম্পর্কে সমালোচক জানিয়েছিলেন— "ছোটনাগপুরের ওঁরাওরা জীবিকার জন্য কৃষিকার্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে; তাই তাহাদের প্রত্যেক পূজা, পার্বণ, প্রত্যেক উৎসব, এমনকি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পর্যন্ত সমস্তই, এমনই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যাহা দেখিলে স্পষ্টিই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা ফল আকাজ্জ্মা করে একটি— প্রচুর শস্যোপাদন।"» কৃষিকাজের সঙ্গে উৎসব-পার্বণের যুক্ত হয়ে যাওয়া ওঁরাওদের কৃষিজীবনের সঙ্গে একাল্মতাকেই প্রকাশ করে, যা উপন্যাসেও নানাবিধ ঘটনাপ্রবাহ ও গঙ্গার অনুভব ও অভিব্যক্তির দ্বারা স্পষ্ট। নকশাল আন্দোলনের জন্মমুহুর্তে ওঁরাওদের চিরকালীন জমির আকাজ্ঞ্ফা শেষপর্যন্ত জমি ও ফসল দখলের সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিব্যপ্ত হয় এবং আরেক পালাবদলের আভাসে উপন্যাসে পরিসমাপ্তি ঘটে।

২৮৫ ।।।এবং মহুয়া -অক্টোবর, ২০২০

মহাভারতের 'উদ্যোগপর্ব' আসলে মাটির অধিকারে লড়াই বা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব। এই উপন্যাসেও দেখি মাটির অধিকারের, জমির অধিকারের লড়াই ও ধর্ম-অধর্মের লড়াই-এর সূচনার আভাস উপন্যাসের শেষে আর সমগ্র উপন্যাস জুড়ে তারই প্রস্তুতি, উদ্যোগ। আর এই প্রস্তুতিপর্ব জুড়ে লেখক ওঁরাও জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং আর্থ-সামাজিক পালাবদলকে পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরলেন বাস্তবসত্যনিষ্ঠায়।

তথ্যসূত্র :

- সাধন চট্টোপাধ্যায়, 'ভূমিকা', উপন্যাস সমগ্র ৩, করুলা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০১৯, পৃ. ৫।
- ২. সাধন চট্টোপাধ্যায়, 'উদ্যোগপর্ব', উপন্যাস সমগ্র ৩, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০১৯, পৃ. ২৫৬।
- ৩. শ্রী শরৎচন্দ্র রায়, 'ছোটনাগপুরের ওঁরাও জাতি', দীপঙ্কর ঘোষ (সংকলন/ সম্পাদনা), 'বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৭৩।
- 8. শ্রী শরৎচন্দ্র রায়, 'ওঁরাওদের ঐতিহ্য', দীপঙ্কর ঘোষ (সংকলন/ সম্পাদনা), 'বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৮৯।
- ৫. সাধন চট্টোপাধ্যায়, 'উদ্যোগপর্ব', উপন্যাস সমগ্র ৩, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০১৯, পৃ. ২৮৯।
- ৬. সাধন চট্টোপাধ্যায়, 'উদ্যোগপর্ব', উপন্যাস সমগ্র ৩, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০১৯, পু. ২৭২।
- সাধন চট্টোপাধ্যায়, 'উদ্যোগপর্ব', উপন্যাস সমগ্র ৩, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০১৯, পৃ. ৩২৫।
- ৮. সাধন চট্টোপাধ্যায়, 'উদ্যোগপর্ব', উপন্যাস সমগ্র ৩, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০১৯, পৃ. ৩৪৫।
- ৯. শ্রী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'ওঁরাওদের- বানগাড়ি ও খলিহান পূজা এবং নওয়াখানি', দীপঙ্কর ঘোষ (সংকলন/ সম্পাদনা), 'বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৮৩।





ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৫ বর্ষ • ৪০ সংখ্যা • ২০২০

TABU EKALABYA

UGC Approved International Peer-Reviewed (Refereed) Research Journal on Arts & Humanities

LIGC-CARE LISTED JOURNAL, SL. NO. 16

মনাজ-মংস্কৃতি-মাহিত্য

বিশেষ সংখ্যা ক্রোড়পত্র/১ : দেবেশ রায় ক্রোড়পত্র/২ : আনিসুজ্জ্ঞমান



দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র

ত জগীবন্ধ মিলা · ১৯৪৭	
গোজন জকা · তজ্ঞবের জীবন থেকে উত্তরদের এক লড়ছিয়ের নাম	727
Zamital area	
্রসনিন হোসেন : ১৯৪৭	
মিশ্বের বিনির্মাণ : প্রসন্ধা সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' উপন্যাস	224
ৰিপ্লৰ কমার সাহা	
সেলিনা হোসেনের 'কালকেতু ও ফুলরা'—পাঠের অভিনিবেশ	290
সঙ্গাতা মিত্র	
⊃ আবুল বাশার : ১৯৫১	
স্বভূমিচ্যুতি ও স্বভূমিসম্থান : আবুল বাশারের 'মরুস্বগ	203
অর্পিতা দাস	
⊃ নলিনী বেরা : ১৯৫২	209
আত্মজীবনের উপাখ্যান—নলিনী বেরার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' : একাঢ	২০৭
বিশ্লেষদী পাঠ	
শম্পা ভট্টাচার্য	
⊃ অনীল ঘড়াই : ১৯৫৭	220
অনিল ঘড়াইয়ের 'বনবাসী' : অরণ্যবাসী জনজাতির অজানা জাবনকথা	4.14
সুশান্ত সাঁতরা	
⊃ সোহারাব হোসেন : ১৯৬৬	222
সোহারাব হোসেনের তিনটি আঞ্বালক ডপন্যাস	
দেবৰত গায়েন	4110-410-60
দেবৱত গায়েন পর্ব : ৪	২২৬-৩১৬
দেবৰত গায়েন পৰ্ব : ৪ া বাংলা ছোটোগল্প	228-038
দেৰৰত গায়েন পৰ্ব : ৪ া বাংলা ছোটোগল্প ও বিষয়কেন্দ্ৰিক	૨૨৬-৩১ ৬
দেৰৰত গায়েন পৰ্ব : ৪ া বাংলা ছোটোগল্প থ বিষয়কেন্দ্ৰিক দ্বিতীয় বিশ্বযুম্বের সমকাল ও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি	২২৬-৩১৬ ২২৬
দেৰৰত গান্ধেন পৰ্ব : ৪ া বাংলা ছোটোগল্প	૨૨৬-৩১৬ ૨૨৬
দেৰৰত গায়েন পৰ্ব : ৪ া বাংলা ছোটোগল্প	২২৬-৩১৬ ২২৬ ২৩৪
দেৰৰত গায়েন পৰ্ব : ৪ া বাংলা ছোটোগল্প & বিষয়কেন্দ্রিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল ও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি রঞ্জনা ভট্টাচার্য নোনাজলের গল্প সাক্ষীগোপাল কুড়	২২৬-৩১৬ ২২৬ ২৩৪
দেৰৰত গায়েন পৰ্ব : ৪ া বাংলা ছোটোগল্প	২২৬-৩১৬ ২২৬ ২৩৪ ২৪০
দেৰৰত গায়েন পৰ্ব : ৪ I বাংলা ছোটোগল্প বিষয়কেন্দ্ৰিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল ও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি রঞ্জনা ভট্টাচার্য নোনাজলের গল্প সাক্ষীগোপাল কুণ্ট্ একুশ শতকের গল্প : প্রান্তিক মানুষের অনন্ত বিশ্বায়ন সুশান্ত মণ্ডল	২২৬-৩১৬ ২২৬ ২৩৪ ২৪০
দেৰৰত গায়েন পৰ্ব : ৪ I বাংলা ছোটোগল্প & বিষয়কেন্দ্রিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্খের সমকাল ও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি রঞ্জনা ভট্টাচার্য নোনাজলের গল্প সাক্ষীগোপাল কুড় একুশ শতকের গল্প : প্রান্তিক মানুযের অনন্ত বিশ্বায়ন সুশান্ত মণ্ডল অরণ্য : দেবতা থেকে বিপন্ন, প্রেক্ষিত বাংলা ছোটোগল্প	২২৬-৩১৬ ২২৬ ২৩৪ ২৪০ ২৫১
দেৰৰত গায়েন পৰ্ব : ৪ I বাংলা ছোটোগল্প & বিষয়কেন্দ্রিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল ও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি রঞ্জনা ডট্টাচার্য নোনাজলের গল্প সাক্ষীগোপাল কুড় একুশ শতকের গল্প : প্রান্তিক মানুযের অনন্ত বিশ্বায়ন সুশান্ত মণ্ডল অরণ্য : দেবতা থেকে বিপন্ন, প্রেক্ষিত বাংলা ছোটোগল্প শ্যামসুন্দর প্রধান	২২৬-৩১৬ ২২৬ ২৩৪ ২৪০ ২৫১
দেৰৰত গায়েন পৰ্ব : ৪ I বাংলা ছোটোগল্প বিষয়কেন্দ্রিক ছিতীয় বিশ্বযুদ্দের সমকাল ও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি রঞ্জনা ভট্টাচার্য নোনাজলের গল্প সাক্ষীগোপাল কুণ্ট একুশ শতকের গল্প : প্রান্তিক মানুষের অনন্ত বিশ্বায়ন সাক্ষীগোপাল কুণ্ট একুশ শতকের গল্প : প্রান্তিক মানুষের অনন্ত বিশ্বায়ন স্ব্র্ণান্ত মণ্ডল	২২৬-৩১৬ ২২৬ ২৩৪ ২৪০ ২৫১
দেৰৰত গায়েন পৰ্ব : ৪ I বাংলা ছোটোগল্প	٤٤७-७ ٤२७ ३७८ ३८४
দেৰৰত গায়েন পৰ্ব : ৪ I বাংলা ছোটোগল্প বিশ্বয়ন্দেশ্বর সমকাল ও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি রঞ্জনা ভট্টাচার্য নোনাজলের গল্প সাক্ষীগোপাল কুণ্ট একুশ শতকের গল্প : প্রান্তিক মানুযের অনন্ত বিশ্বায়ন সাক্ষীগোপাল কুণ্ট একুশ শতকের গল্প : প্রান্তিক মানুযের অনন্ত বিশ্বায়ন স্পান্ত মণ্ডল অরণ্য : দেবতা থেকে বিপন্ন, প্রেক্ষিত বাংলা ছোটোগল্প শ্যামসুন্দর প্রধান বোল্বকেন্দ্রিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ১৮৬১ রবীন্দ্রনাথের গল্প : বিগর্ভিত আখ্যান ও কথক-শ্রোতা সম্পর্ক	२२७-७३७ २२७ २७८ २৫४ २৫४
দেৰৰত গায়েন পৰ্ব : ৪ I বাংলা ছোটোগল্প & বিষয়কেন্দ্ৰিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল ও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি রঞ্জনা ভট্টাচার্য নোনাজলের গল্প দানাজলের গল্প সাক্ষীগোপাল কৃষ্ণ একুশ শতকের গল্প : প্রান্তিক মানুবের অনন্ত বিশ্বায়ন সুশান্ত মণ্ডল একুশ শতকের গল্প : প্রান্তিক মানুবের অনন্ত বিশ্বায়ন সুশান্ত মণ্ডল আরণ্য : দেবতা থেকে বিপন্ন, প্রেক্ষিত বাংলা ছোটোগল্প শ্যামসুন্দর প্রধান & লেখককেন্দ্রিক I রবীন্দ্রনাথে ঠাকুর : ১৮৬১ রবীন্দ্রনাথের গল্প : বিগর্ভিত আখ্যান ও কথক-শ্রোতা সম্পর্ক সঞ্জিতা বসু	٤૨७-৩১৬ ૨૨৬ ૨৩৪ ૨৫১ ૨৫৮
দেৰৱত গান্নেল পৰ্ব : ৪ ০ বাংলা ছোটোগল্প & বিষয়কেন্দ্ৰিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্দের সমকাল ও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি রঞ্জনা ভট্টাচার্য নোনাজলের গল্প সাক্ষীগোপাল কুণ্ট একুশ শতকের গল্প সাক্ষিগোপাল কুণ্ট বিশ্বয় মাজ সাক্ষি মণ্ড সাক্ষি মণ্ড সাক্ষি মণ্ড সাক্ষি বিশ্ব সাক্ষি বিশ্ব সাক্ষি বিশ্ব সাক্ষি বিশ্ব সি	٤૨७-৩১७ ૨૨७ ૨৩৪ ૨৫১ ૨৫৮
দেৰৱত গান্নে পৰ্ব : ৪ I বাংলা ছোটোগল্প & বিষয়কেন্দ্ৰিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্দের সমকাল ও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি রঞ্জনা ভট্টাচার্য নোনাজলের গল্প সাক্ষীগোপাল কৃষ্ট একুশ শতকের গল্প : প্রান্তিক মানুষের অনন্ত বিশ্বায়ন সুশান্ত মণ্ডল একুশ শতকের গল্প : প্রান্তিক মানুষের অনন্ত বিশ্বায়ন সুশান্ত মণ্ডল অরণ্য : দেবতা থেকে বিপন্ন, প্রেক্ষিত বাংলা ছোটোগল্প শ্যামসুন্দর প্রথান & লেখককেন্দ্রিক C রবীন্দ্রনাথে ঠাকুর : ১৮৬১ রবীন্দ্রনাথের গল্প : বিগর্ভিত আখ্যান ও কথক-শ্রোতা সম্পর্ক সঞ্চিতা বসু	٤ ٤ ७ - ৩ > ७ ३ २ ७ ३ ७ ८ ३ ८ २ २ ৫ २
দেৰৱত গান্নে পৰ্ব : ৪ া বাংলা ছোটোগল্প ২ বিষয়কেন্দ্রিক দ্বিতীয় বিশ্বযুম্খের সমকাল ও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি রঞ্জনা ভট্টাচার্য নোনাজলের গল্প সাক্ষীগোপাল কুণ্ট একুশ শতকের গল্প : প্রান্তিক মানুযের অনন্ড বিশ্বায়ন সুশান্ত মণ্ডল অরণ্য : দেবতা থেকে বিপন্ন, প্রেক্ষিত বাংলা ছোটোগল্প শ্যামসুন্দর প্রধান ২ লেখককেন্দ্রিক া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ১৮৬১ রবীন্দ্রনাথের গল্প : বিগর্ভিত আখ্যান ও কথক-শ্রোতা সম্পর্ক সঞ্জিতা বসু	٤٤७-७ ٤٩७ ٤७۶ ૨৫૪ ૨৫৮

গোক্ষুর ভক্তা : তস্করের জীবন থেকে উত্তরণের এক লড়াইয়ের নাম বৈশাখী কুন্ডু

মহাশ্বেতা দেবী একসময় আক্ষেপ করে বলেছিলেন—

আদিবাসী সমাজব্যবস্থা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতিচেতনা, সভ্যতা—সব মিলিয়ে যেন নানা সম্পদে শোভিত এক মহাদেশ। আমরা, মূলশ্রোতের মানুষেরা, সে মহাদেশকে জ্ঞানার চেন্টা না করেই ধ্বংস করে ফেলেছি, তা অস্বীকার করার পথ নেই।'

আদিবাসী জীবন, সমাজ, সংস্কৃতির প্রতি মূলস্রোতের মানুষের শুধু উদাসীনতা নয়, দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে চলেছে শোষণ ও বঞ্চনাও। স্বাধীন ভারতেও এই ধারা অব্যাহত। রাষ্ট্রীয় আইনি পরিকাঠামোর মধ্যেও নিম্নবর্ণ ও আদিবাসীদের প্রতি ঘৃণার যে চোরাস্রোত সমাজের অন্তঃস্থলে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার আঁচ বিভিন্ন সময়েই পাওয়া যায়। চুনি কোটাল বা রোহিত ভেমুলার ঘটনা সেই আঁচকে তীব্র করে তোলে কখনও কখনও। নতুবা সমাজে প্রতিদিনই চিন্তনে, কথনে বা নির্যাতনে উচ্চবর্ণ, মূলস্রোত কর্তৃক এই ঘৃণার শোষণ চলতে ধাকে। লোধা-শবরদের প্রসঙ্গাক্রমে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন—

মেদিনীপুরের লোধা ও পুরুলিয়ার খেড়িয়াদের এক সময় অপরাধপ্রবণ আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল; পরে যদিও তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু এখনও সমাজ, প্রশাসন ও পুলিশের চোখে এরা অপরাধী। পশ্চিমবঙ্গা ও বিহারের নানা জেলখানায় বিনা অপরাধে যে কতজন খেড়িয়ার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে তা কেউ কোনোদিন খতিয়ে দেখেনি। বলাই বাহুল্য যে আদিবাসীদের বিশেষত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলিকে দীর্ঘ, দীর্ঘকাল ধরে ন্যূনতম মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। লোধা ও খেড়িয়াদের অন্তিত্ব বড়োই বিপদসঙ্গুল কারণ গ্রাম ও শহরের প্রভাবশীল লোকেরা এদের মধ্যে একাংশকে চুরি ও ডাকাতির কাজে লাগায়। মারা পড়ার সময় লোধাদের নিয়ে খবর হয় এবং অচিরেই তা লোকে ভূলে যায়। পুলিশ ও বনবিভাগের কর্মীরা এত লোধাকে প্রাণে মারল, এত খেড়িয়ার ওপর নির্যাতন চালাল কিন্ডু চোরাই মাল যাদের কাছে যায় সেই ধনী ও ক্ষমতাশালী শ্যয়তানদের কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করল না।^২

মহাশ্বেতা দেবীর এই উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণের বাস্তবতা মিলে যায় ভগীরথ মিশ্রের সক্ষো। ^{দোধা}দের প্রতি উক্ত মানসিকতা ও শোষণের সাহিত্যিক নির্মাণ ঘটালেন ভগীরথ মিশ্র তাঁর ^{তিস্কর}' উপন্যাসে। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত ভগীরথ মিশ্রের 'তস্কর' উপন্যাসের শুরু বাণেশ্বর ^{ঘো}যের বাড়িতে গোক্ষুরের আগমনে, শেষও বাণেশ্বর রায়ের বাড়িতে গোক্ষুরের আগমন ^ও মৃত্যুযন্ত্রণায়। মাঝের পরিসরে গোক্ষুর ভক্তার দক্ষ চোর থেকে চোর বানিয়ে রাখার আয়োজন, প্ররোচনা এবং চোর থাকতে না চাওয়ার কঠিন লড়াই। আর এই প_{রিশারু} উপন্যাসিক তুলে আনলেন তৎকালীন সময়, লোধাদের লাশ্বিত জীবন ও তাদের ধাঁ উচ্চবর্গের মানসিকতার সার্বিক পরিচয়। উপন্যাসের পটভূমি যে মেট্যাল গ্রাম, সেই গ্রাফ্র জনজীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে উপন্যাসিক লিখলেন---

ডিহিপার লোধাপাড়া নিয়ে মেট্যাল গাঁয়ে প্রায় শ'দুই ঘরের বাস। তার মধ্যে বাশেষ্ট্র _{পেন} এ**কজনই। বাকি সবাই ভাগ-চাবী, ছোটো-চাবী, শ্বনিশ-মাইন্দার। খাটে**-বাটে। খেয়ে, না _{পেত্র} থাকে। খাটা-বাটা না পেলে পেটে ভিজে গামছা জড়িয়ে শুয়ে থাকে। আর আছে কিশ্-_{তিকি} ঘর লোধা, তাদের অবস্থা আর কহতব্য নয়।°

গোক্ষুর ভক্তা একজন লোধা। পেশায় চোর। অবশ্য চুরির সব মালই সে বেচে বান্দের ঘোষের কাছে, যে বাণেশ্বর ঘোষ গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অবশ্য তিনিই আবার গ্রাম চুরি—ডাকাতি বৃষ্ণির প্রতিবাদে জোরালো সওয়াল করেন, প্রকাশ্যে চুরি নিয়ে বিচারে বিশ্বে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বাণেশ্বরের নির্দেশ মতো চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে গোক্ষুর দেখে বাণেশ্বর ঘোষই বিচারের নামে দৈহিক অত্যাচার চালায় সবচেয়ে বেশি, সরল গোক্ষুর এই সবিরোধী আচরণের অর্থ বোঝে না, সে প্রশ্ন করে—"তুমরাই চুরি কন্তে পাঠাও, তুম্রাই মাল লও, ফের ধরা পড়লে তুমরাই বেশি দাঁত কিঁড়িমিড়ি কর, ক্যানে ঘোষদা।" তুম্বা শব্দটি বহুবচনার্থে প্রযুক্ত অর্থাৎ শুধু বাণেশ্বর রায় নয়, গোক্ষুর চুরির গোপন খবর ও লাভে সজো জড়িয়ে থাকে থানার বড়বাবুও। গোক্ষুরের এই প্রশ্বের উন্তর আসলে উচ্চবর্গের লোদ ও ঘৃণ্য মানসিকতা, যার শিকড় খুঁজতে গেলে পৌঁছে যেতে হবে ব্রিটিশ যুগের কালিমালিং সময়ে, আইনে।

রিটিশ শাসনকালে শাসকদল লক্ষ করেছিল যে বেশ কিছু গোষ্ঠীর দ্বারা অসামজিক কাদ্র ঘটে থাকে। জাতিভিত্তিক বণ্টিত ভারতীয় সমাজে এই অসামাজিক কাজ বংশপরম্পরায় ঘটনে বলে ধরে নিয়ে তারা ১৮৭১ সালে 'Criminal Tribe Act'-এর প্রচলন করেন। এদেশ্রে আদিবাসী সম্পর্কে ইংরেজদের তখনও পর্যন্ত সম্যক ধারণা ছিল না বলে তারা ক্য্ আদিবাসীকে সাধারণ আদিবাসীর তালিকায় আর বাকি আদিম জনজাতিকে এই 'অপরাধর্যন্ন জাতি'র অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৮৭১ সালে CTA চালু হয় মূলত উত্তর ভারতের কিছু অংশ ১৮৭৬ সালে তা লাগু হয় বাংলা প্রেসিডেন্সিতে—

In 1876 the Act was extended to certain parts of Bengal and in 1897 in was amended to enlarge the powers of the local government to notify communities and take action against a part of the 'gang' or community' ১৯১১ সালে এই আইন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ও সংশোধিত হয়ে ১৯২৪ সালে এই আইন ভারতজুড়ে বলবৎ করল ব্রিটিশ সরকার। লোধা ভারতে আদিম জনজাতি। কৃষিকাজে অর্জ এই জাতির মূল জীবিকা ছিল শিকার ও বন থেকে খাদ্য সংগ্রহ। ব্রিটিশ সরকারের বনকেন্দ্রিপ্ নীতি ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাদের আশ্রয় ও জীবিকার উৎস জন্চাল চলে গিয়েছিল জমিদারদের হাতে। সন্তবত এই আশ্রয়হীনতা ও জীবিকার সংকটে কৃষিকাজে অনভান্ত লোখ অপরাধের পথ অনুসরণ করেছিল বংশপরস্পরায়। স্বাধীনতার পর পরই ১৯৫২ সালে ভারত সরকার এই আইন প্রত্যাহার করে এবং এই তালিকাভুক্ত সমস্ত জাতিকে 'বিমুক্ত জাতি' ঘোলা

করেন। ১৯৫৬ সালের অক্টোবর থেকে পশ্চিমবঙ্গে লোধারা 'তপশিলি উপজাতি'র অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারত সরকার আইন করে 'অপরাধপ্রবণ জাতি'র অপবাদ থেকে লোধাদের মুক্তি দিলেও এ দেশের মানসিকতা এমনকি পুলিশ, যারা দেশের প্রশাসনের একটা অংশ তারাও লোধাদের সম্পর্কে এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। 'তস্কর' উপন্যাসে তাই দেখি চুরিরোষের মিটিং-এ লোধাদের উপস্থিত থাকতেই হয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও, প্রশাসনের উৎপাত

1

500-রাতের বেলায় সহজে সাড়া দিতে কিংবা দরজা খুলতে ভয় পায় এরা। পুলিশের ভর তো আছেই। ওরা মাঝে মাঝে এসে লোধাদের আগড়ে মারে লাঠির যা। দরজা খোলার। ধমক ধামক দেয়। জেরা করে অনেকক্ষণ ধরে। যাবার সময় মুরগির ভাড়ি বুলে, তুলে নিয়ে যায় মুরগি। মাঝে মাঝে গাঁয়ের লোকজনও এসে হামলা জোড়ে। হয়তো গাঁরের কারো ঘরে চুরি-চামারি হলো, হয়তো অন্য কোনও দল কাজ্রটা করলো, গাঁয়ের লোক কিন্তু উন্তেজিত হয়ে হামলা চালাবে লোধাপাড়ারই বাছাবাছা লোকের ওপর। ধরে নিয়ে গিরে পিছমোড়া করে টাঙিয়ে দেবে বাসন্তীতলার নাটমন্ডপে।"

উপন্যাসের মূল চরিত্র গোক্ষুর ভক্তার বাবা ক্ষীরোদ ভক্তা ছিল ডাকাত। ঢেঁকি দিয়ে গৃহস্থের ঘরের দরজা ভেঙে লুট করত সর্বস্ব। রোগাসোগা কাকা বিনোদ ভক্তার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না বলেই সে জীবিকার পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিল চৌর্যবৃন্ডিকে। গোক্ষুরের চুরিতে হাতেখড়ি ছোটোবেলায় কাকার কাছেই। তিন ভাইয়ের মধ্যে গোক্ষুর বড়ো। মেজ ভাই লোধাশুলির দিকে ট্রাক-লুঠের দলে ভিড়েছে। ছোটভাই মকর কানে শোনে না, তাই এই ধরনের কাজে অনুপযুক্ত। ফলে, পারিবারিক অসামাজিক কাজের গন্ডি থেকে সে বেরিয়ে যায়। মকর যে চুরি-ডাকাতির পেশায় যায়নি, তা খানিক শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বাধ্যবাধকতায়, কিন্তু গোক্ষুরের চুরি ছেড়ে দিতে চাওয়া একান্তভাবেই তার ইচ্ছে এবং অনুভূতিজাত। পোয়াতি স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেনি সে। চুরি করে বাণেশ্বর রায়ের কাছে বিক্রি করে মাত্র ষাট নিয়ে বাড়ি ফিরে সে দেখেছে স্ত্রী মারা গেছে। মৃত্যুকালে স্ত্রীর পাশে থাকতে না পারা, বাঁচানোর চেষ্টা করতে না পারার অনুতাপ গোক্ষুরকে পাল্টে দেয়। চুরি করা ছেড়ে দিতে চায় সে। কিন্তু লোধাদের চুরির মালে লাভ তো অন্যদের। তারা চুরি না করতে চাইলেই বা ছাড়া হবে কেন। বর্ণব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখা বাণেশ্বর ঘোষেদের কাছে লোধাদের চুরি করা সূর্যোদয়-সূর্যান্তের মতো সত্যি, যার বদল ঘটে না বা ঘটতে দেওয়া চলে না, তাহলে

লধ্বা চুরি করবে নি, সমাজ-সংসার তা'লে চলবে কি করিয়া? কথায় বলে, লধ্বা চোর, তো বাণেশ্বর ঘোষেদের সিন্দুক ভরবে না—

লধ্বার গুটি চোর, লধ্বার পাদ্টি চোর। সেই লধ্বা কয় কিনা, মুই আর চুরি করবো নি! ফলে, লোধা চোর থেকে যায়, কারণ সমাজের কিছু মানুষের পক্ষে লোধাদের চোর থাকাটা লাভজনক। বিপরীতে, চুরির মাল বিক্রি করেও লোধাদের দু'বেলা ভরপেট খাওয়াও জোটে না, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তো দুরস্ত। মুরলী কোটালের মেয়ে পঞ্চমীর স্বামী চুরি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে মারা যায়। বাণেশ্বরের নির্দেশে চুরি করতে গিয়ে প্রায় ধরা পড়া গোক্ষুরকে সেইরকমই গণপিটুনির হাত থেকে রক্ষা করে পঞ্চমী ও মুরলী। গোক্ষুরকে এই পথ ছেড়ে দিতে বলে। এই প্রসক্ষো বুড়ো মুরলী শোনায় তার জীবনের কাহিনি। যৌবনকালে দুর্ধর্য ডাকাত

তবু একলব্য : সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য

১৮৪ মুরলী কোটাল হরিশ ভট্টাচার্যের কূটনৈতিক কৌশল ও বুম্ধির জেরে ডাকাতি করতে গিয় গিয় জেলে ফেরে মরলী প্রতিচিয়ের্বন মুরলা কোচাল হামশ ভয়াদানের বন্দ খাটে। জেল থেকে ফিরে মুরলী প্রতিহিংসাবশত ^{হা}য় বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ধরা পড়ে জেল খাটে। জেল থেকে ফরিম জটাচার্যের লব বাধাপ্রান্ত হর অবং করার জন্য হামলা চালায়, এবারও হরিশ ভট্টাচার্যের পূর্ব প্রত্তি ও ভট্টাচার্যের বাড়ি লুট করার জন্য হামলা চালায়, এবারও হরিশ ভট্টাচার্যের পূর্ব প্রত্তি ও ভট্টাচাথের থাড়ে পুত সমার বাত কর্মার্থ হয়। রাগে অন্ধ মুরারী এবার নৃশংস পন্থা অবলয় বুন্দির জেরে দরজা ভাগ্ততে অকৃতকার্য হয়। রাগে অন্ধ মুরারী এবার নৃশংস পন্থা অবলয় ব্যান্দর জেরে দরজার বাইরে শিকল তুলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারল হরিশ ডট্টাচার্যের পুন্নে করে, দরজার সাবদের । সেন ব্যার্থন । বিব্যার্থনা বংশকে। সেদিন মুরলী যে নৃশংসতা ঘটিয়েছিল নিরীহ মানুযগুলোকে পুড়িয়ে, তার বংশকে। আগন সুরনা ওর বেনার জ্বালা ধরায়। তাকে অনুতাপে দক্ষ করে, আর অনুশোচনাই মুরলীর সারা শরীরে জ্বালা ধরায়। তাকে অনুতাপে দক্ষ করে, আর অনুলোচনার মুরনার মানা নামর ব্যুরলী কোটালের সর্বাঙ্গা জ্বালা। পোড়া পোড়া জ্বালা। দিনে করে—"এখন, এই বৃদ্ধ বয়সে মুরলী কোটালের সর্বাঙ্গা জ্বালা। দিনে করে — অবদ, অব হল বর্তমার দুব দিয়েও সে জ্বালা কমেনা।" আমাদের শেক্সপিয়ন্ত্রে ম্যাকবেথ' নাটকের কথা মনে পড়ে। রাজা ডানকানকে হত্যার পর ম্যাকবেথের অ_{বস্থাও}

What hands are here! Ha, they pluck out mine eyes. Will all great Neptune's ocean wash this blood Clean from my hand.»

বাবার অবস্থা দেখে ও স্বামীর শোচনীয় মৃত্যুতে পঞ্চমী সিম্বান্ত নিয়েছিল দ্বিতীয়বারে_{র জন} কারোর সঙ্গে ঘর বাঁধার সুযোগ ঘটলে চুরি-ডাকাতির মতো অসামাজিক কাজের সঙ্গে _{যুত্ত} কারোর হাত সে ধরবে না। গোক্ষুরকে ঝুঁকি নিয়ে বাঁচানোর ফলে পঞ্চমীর প্রতি তার কৃতজ্ঞ ভাললাগা শেষপর্যন্ত ভালোবাসায় পৌঁছায়। ফলে, পঞ্চমীকে পেতে মরিয়া গোক্ষুর স্ত্রীর মৃত্যুতে চুরি না করার সিম্বান্ততেই অটল থাকে। অন্তত থাকতে চায়।

নিতাই মাস্টারের সূত্র ধরে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের সময়কালকে _{স্পট} করেছেন। উপন্যাসে বারবার এসেছে জরুরী অবস্থা ও মিসা আইনের প্রসঙ্গ। ১৯৭৫ সালে জুন মাসে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ভারতে জরুরী অবস্থা জ্ঞারি করেন, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাম্ধীর পরামর্শে। এই সময়ই জারি হয় মিসা অর্ডিন্যান্স। এই মিসা আইনের বলে দেশের আইনের রক্ষকদের হাতে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয় যে-কোনও রকম ওয়ারেন্ট ছাড়াই যেকোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে, যে কোনও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে। ১৯৭৭ পর্যন্ত এই জরুরী অবস্থা চলেছিল। উপন্যাসের কাহিনিকাল এই সময়পর্বের। নিতাই মাস্টারের কাজকর্ম কৃষকমুখী, গোক্ষুরের ভাবনায় পাই—

মানুষটা সেই কবে থেকে গরীবের হয়ে লড়াই চালাচ্ছে নাগাড়ে আজও সে পুলিশের অভ খেয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। বনে-জ্বন্ধালে গোপন-বৈঠক করে চলেছে। অন্তরাল থেকে মজুরী

বৃন্ধির আন্দোলন, বর্গা চাষীদের ন্যায্য ভাগ ইত্যাদির জন্য লড়াই চালাচ্ছে।^{১০} উপন্যাসে গোক্ষুরের স্মরণপথ বেয়েই এসেছে যুক্তফন্ট সময়ে বেনামি জমিতে লাল ^{বাও} **পুঁতে দেও**য়া, টিপছাপের ভূয়ো দ**লিল জ্বালি**য়ে দেওয়ার মতো গরীব কৃষক ও গরীব মানু^{যদের} লাল টুকটুকে স্বপ্নের মতো দিনের কথা। পশ্চিমবজো বামফ্রন্ট দলগুলো সরকার গড়ার আগ **দু'বার অকংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়ে। প্রথমবার ১৯৬৭ সালের ফেব্রু**য়ারি থেকে ন^{ভেশ্বর}, **দ্বিতীয় দফা**য় ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৭০ সালের মার্চ পর্যন্ত। এরমধ্যে ^{ঘটে গেছে} নকশালবাড়ি অভ্যুথান ১৯৬৭-এর ২৪ মে। যুক্তফ্রন্ট শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি^{সংস্কর} কর্মসূচি গৃহীত হয় ও র্পায়িত হয়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের সঙ্গে স^{জো সরকার}

ভূমিবন্টন কর্মসূচির যে তথনকার মতো ইতি ঘটেষ্ঠিল উপন্যাসে তার ইঞ্চিত রয়েছে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত অস্থির অবস্থা চলে, প্রামাঞ্চলে জোতদারদের কারেমি খার্কের ফলে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টিত জমি হাততাড়া হয়ে যায়। তাই মাস্টার এই দুলেমরেও লড়ে যায়। কৃষক আন্দোলনের সন্ধী হিসেবে বেছে নেয় গোক্ষরকে। তাকে চুরি ছেড়ে চান করতে পরামর্শ দেয়। যিভিও-র সাহায্যে কিছু থাসজমির পাট্টার ব্যবস্থা করে। গোক্ষুর আর পঞ্চমী ম্বশ্ন দেখে জমির, তাদের উপদ্রবহীন শান্তির জীবনের। অনুর্বর জমিকে চানের উপায়াগী করতে বা ঠিকার কাজে চুরির থেকে অনেফবেশি শারীরিক পরিপ্রম করেতে হয়, তবু সে চুরির জীবনে ফেরে না। অন্যদিকে, গোক্ষুর চাইলেও বাদেশ্বর তাকে চুরি করা ছাড়তে দিতে চান না, নরমে-গরমে গোক্ষ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। ক্ষনও শেষবারের মতো চুরির প্রলোভন দেখান অর্থেক-আর্থেক ভাগ বাটোয়ারায়—

আধাআধি দিবো যা। প্রায় সর্বস্থ দিয়ে দেবার ভঞ্চি করে বাদেশ্বর খোম, 'আধাআধি বন্ধরা পাইলে, ভাগে যা পাবি, তাতে মোর তাবৎ ঝণ শোধ করিয়াও দু'বিধা জনিন কিনতে পারবি।' আন হাঁফাচ্ছিল বাদেশ্বর, 'থানা থিকে তোর যাবতীয় কেন তুলিয়া লিবার কেবস্থ করবো মুই। তাঁর তরে যা থচ্চা হবে, সব মোর।''

এতদিন চুরি কাজ করেও তাকে ভিটে বন্ধক রেখে ধার নিতে হয়েছে, সেই কাজ মাত্র একবার করলে যাবতীয় ধার, থানার কেস থেকে মুক্তি পাওরার লোভ কম বড়ো ছিল না। শার্রীরিক পরিশ্রমে অনভ্যস্ত শরীর চুরিতে ফিরে যেতে চায়নি, এমনও নর; কিন্তু সব প্রলোভনকে পরিশ্রমে অনভ্যস্ত শরীর চুরিতে ফিরে যেতে চায়নি, এমনও নর; কিন্তু সব প্রলোভনকে অস্বীকার ও সব কন্টকে স্বীকার করে স্ত্রী পঞ্জমীর ভালবাসা ও নিতাই মাস্টারের বিশ্বাসের ঘর্ষাদা রেখেছিল গোক্ষুর। বাণেশ্বরের জটিল ও গভীর ফাঁদে সে পা দেরনি। তাই, বিয়ের মর্যাদা রেখেছিল গোক্ষুর। বাণেশ্বরে জটিল ও গভীর ফাঁদে সে পা দেরনি। তাই, বিয়ের মরসুমে সুদেব মিদ্দার ঘর থেকে দশ হাজার টাকা ও পনেরো ভরি সোনা গোক্ষুরকে দিরে হাতাতে পারে না বাণেশ্বর ঘোষ। শুধু মৌখিক প্রলোভনের ফাঁদ নয়, থানার বড়বাবুর সঙ্গো যড়যন্ত্র করে গোক্ষুরকে ডাকাতির কেস দেয়, আবার জামিনে ছাড়িরেও আনে। উদ্দেশ্য ছিল গোক্ষুরকে চাপে ফেলে জামিনের টাকা ফেরতের নামে চুরি করানো। অবশ্য তাতেও লাভ হের না। শেষ পর্যস্ত, চুরি করতে অনড় গোক্ষুরের জমি ক্রোক করতে আদালতের নির্দেশ বের করে সে। বিভিন্ন সময়ে বাণেশ্বর ঘোষের কথা মতো টিপছাপ দিয়ে অশিক্ষিত গোক্ষুর

গম, টাকা নিয়েছে— বালেশ্বর ঘোষের কথামত কত কাগজেই সে টিপ দিয়েছে জীবনে। গোক্ষুর টিপ দে, পঞ্চাত থিকে গম পাবি। গোক্ষুর টিপ দে, তিরপলপাবি। পশু লোন পাবি, ব্যাচ্চ থিকে। টিপ দে, থিকে গম পাবি। গোক্ষুর টিপ দে, তিরপলপাবি। পশু লোন পাবি, ব্যাচ্চ থিকে। টিপ দে, কর্জ দিচ্ছি টাকা। আরো কত ফিকিরেই ঘোষ টিপ নিয়েছে আজীবন। তার মধ্যে কোন

টিপখানা ছিনিয়ে নিল গোক্ষুরের ভিটেখানা, সেটা কি আর জানে গোক্ষুর।^২ আইনি জটিলতায় গোক্ষুরের ভিটে রক্ষা করতে অক্ষম নিতাই মাস্টারও। অসহায় গোক্ষুর শেষবারের মতো চেন্টা করে। বাণেশ্বর ঘোষ স্বহস্তে যে দাদা রামেশ্বর ঘোষকে খুন করেছিল, সে ঘটনার সাক্ষী গোক্ষুর নিজে। সেই ঘটনা গোপন করার বিনিময়ে ফিরে পেতে চায় ভিটেজমির অধিকার। এই গোপন সন্ধিতেই বাণেশ্বর ঘোষের বাড়ি ফেরত নিতে ছোটে তার কিটেজমির অধিকার। এই গোপন সন্ধিতেই বাণেশ্বর ঘোষের বাড়ি ফেরত নিতে ছোটে তার বন্ধকী দলিল হিমের রাতের অন্ধকারে। অথচ, গোক্ষুরের সরল বুন্দি বাণেশ্বরের খুনে মানসিকতার সক্ষো পেড়ে উঠবে কেন। বাণেশ্বরের বন্দুকের গুলিতে আহত হয় নিরস্ত্র গোক্ষুর,

তবু একলব্য : সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য

অথচ নিপুণ খলবুন্দিতে তির-ধনুকের ব্যবহারে বাণেশ্বর প্রমাণ করেন গোক্ষুর ডাকাতি ক্_{রতে} এসে আহত হয়েছে। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে সে। মধু মলিকের দল অপেক্ষা করে ভোরের মধ্যে পুলিশ এলে তারা নিয়ে যাবে গোক্ষুরকে হাসপাতালে। ভোরের তীব্র অপে_{ক্ষায়} শেষ হয় উপন্যাস। গোক্ষুর শেষ পর্যন্ত মারা গেছে কিনা উপন্যাসিক আমাদের জানালে_ন না, শুধু অপেক্ষায় রাখলেন এক ভোরের, গোক্ষুরের জন্য, গোক্ষুরদের জন্য এক প্রত্যাশিত ভোরের। আর কানে অনুরণিত হতে থাকে উচ্চবর্গের সব অত্যাচারের প্রতি গোক্ষুরের ছুঁড়ে দেওয়া সেই কথাটা---

আচ্ছা, চুরির মাল লিত, বেশ কন্ত, চুরি ছাড়িয়া দিলেও তুমাদের হাত থেকে নিন্তার নাহ ক্যানে কণ্ড দেখি ? চুরি ছাড়িয়া দিলে তখন হাজ্ঞার উপায়ে লতি-লাঞ্চনা করতে _{থাক।} ডাকাতির কেসে জুড়িয়া দিয়া, বন্ধকী ভিটার দখল লিয়া, লচেত থানা হাজিরা। ইদুর্ক্ত যমন খাঁচা কলে পুরিয়া চুবকিয়া চুবকিয়া মারে, ঠিক তেমনি করিয়া হাজার ছলে মারতে থাক মোদের। ›

উৎসের সন্ধানে

- মহাশ্বেতা দেবী : 'টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরখা', ভূমিকা, রচনাসমগ্র ১৫, দেন্দ্র পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৫, পৃ. ২২৭
- ২. 'লোধা ও খেড়িয়া উপজাতি', মহাশ্বেতা দেবী, রচনাসমগ্র ১৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৫, পৃ. ৫১০
- ৩. ভগীরথ মিশ্র : 'তস্কর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ২১
- ৪. তদেব : পৃ. ১০৫
- ¢. 'Dishonoured by History 'Criminal Tribes' and British Colonial Policy', Meena Radhakrishna, Orient Longman, Hyderabad, 2001, P. 31
- ৬. ভগীরথ মিশ্রা : 'তস্কর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৪৩
- ৭. তদেব : পৃ. ৩৬
- ৮. তদেব : পৃ. ৭৩
- S. A.R.Branmuller(ed) : 'Macbeth', Cambridge University Press, 1997, P. 146
- ১০. ভগীরথ মিশ্র : 'তস্কর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ১০৩
- ১১. তদেব : পৃ. ১৬৪
- ১২. তদেব : পৃ. ১৮৯
- ১৩. তদেব : পৃ. ১৯৫-১৯৬